যুগান্তর

তারিখ 31 OCT 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

মিরপুরের সাহসী সেই দুই বোনের প্রত্যয়

প্রতিবাদী চেতনাই রুখবে বখাটেদের

আহমদুল হাসান আসিক

উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করে বখাটের হামলার শিকার দুই যমজ বোন ফারিহা হাবীব মীম ও আসওয়াদ হাবীব জীম প্রতিবাদী চেতনা ছড়িয়ে দিতে চান সবখানে। স্কুল, কলেজ, রাস্তাঘাটসহ কোথাও তারা বখাটের ভয়ে ভীত নন। সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তারা বলেন, যেখানেই বখাটেরা উত্ত্যক্ত করবে, সেখানেই প্রতিবাদ করতে হবে। সমাজের প্রতিটি স্তরে যার যার অবস্থান থেকে প্রতিবাদ করা হলে বখাটেরা কাউকে উত্ত্যক্ত করতে সাহস পাবে না। পারিবারিক শিক্ষাই তাদের প্রতিবাদ করতে এ সাহস জুগিয়েছে বলে জানান এ যমজ। তাদের একটাই চাওয়া, এই প্রতিবাদ যেন সবার মধ্যে সচেতনতাবোধ তৈরি করে।

রোববার মিরপুরের পূর্ব মনিপুরের বাসায় যুগান্তরের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় এসব কথা বলেন মীম ও জীম। প্রতিবাদী এ যমজ

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

মিরপুরে বখাটের হামলায় আহত দুই বোন আসওয়াদ হাবীব জীম ও ফারিহা হাবীব মীম সংগৃহীত

প্রতিবাদী চেতনাই রুখবে বখাটেদের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বলেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিবাদ করার কারণে দু'জন বখাটে গ্রেফতার হয়েছে। তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হলে বখাটেরা স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করতে আর সাহস পাবে না। স্কুল বা কলেজে যাওয়ার পথে কোনো বখাটে যদি তাদের উত্ত্যক্ত করে তবে তা অভিভাবক এবং শিক্ষকদের জানাতে হবে। তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে হবে। তারা বলেন, এ ধরনের ঘটনা তাদের সামনে যদি ঘটে তাহলে তারা আবারও প্রতিবাদ করবেন। বখাটেদের ভয় পেলে চলবে না। তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

১৯ অক্টোবর কলেজ ছুটির পর বাসায় ফেরার সময় মিরপুর বিসিআইসি কলেজের সামনে দুই বোনকে প্রথমে উত্ত্যক্ত করে এলাকার বখাটে যুবক জীবন করিম। এর প্রতিবাদ করায় মীম ও জীমকে প্রথমে রাস্তাতেই প্রকাশ্যে চড় থাপ্পর মারে জীবন। জীবনের এ আক্রমণের প্রতিবাদ করায় দ্বিতীয় দফায় সে বাঁশ দিয়ে দুই বোনকে বেধড়ক পেটায়। এর ফলে জীমের বাঁ-পা ভেঙে যায় ও মীমের শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারাত্মক আঘাত পায়। প্রকাশ্য দিবালোকে এ নির্মম ঘটনা ঘটলেও এ দুই বোনকে বাঁচাতে কেউ এগিয়ে আসেনি। ঘটনার ১১ দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারেন না মীম ও জীম।

এ ঘটনায় তাদের বাবা সরকারি কর্মকর্তা আহসান হাবীব ওই দিনই শাহ আলী থানায় জীবন করিম ও লুৎফরসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা করে। ওই দিনই পুলিশ জীবনের বন্ধু লুৎফর রহমানকে গ্রেফতার করে। পরে ২৩ অক্টোবর প্রধান আসামি জীবন করিমকে গ্রেফতার করে র‍্যাব।

মীম ও জীম যমজ বোন। তারা দু'জনেই মিরপুরের বিসিআইসি কলেজের মানবিক বিভাগে এইচএসসি প্রথম বর্ষের ছাত্রী। মিরপুর আইডিয়াল গার্লস স্কুল থেকে তারা এসএসসি পাস করেন। স্কুলে পড়ার সময়েই উত্ত্যক্ত করাসহ বখাটেদের হয়রানি ঠেকাতে কয়েকটি দল গঠন করেছিলেন তারা। প্রতিটি দলে ৬/৭ জন করে মেয়ে ছিল। দলগুলোর কাজ ছিল কোথাও যদি কেউ উত্ত্যক্ত বা হয়রানির শিকার হতো তবে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এভাবে অনেক বখাটেকে তারা রুখে দিয়েছেন।

ফারিহা হাবীব মীম বলেন, আমরা দুই বোন কারও ভয়ে ভীত নই। বখাটেরা রাস্তায় আমাদের দুই বোনকে মারধর করলেও কেউ আমাদের বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে সবাইকেই এগিয়ে আসা উচিত। এ ঘটনার পর বখাটেরা হুমকিও দিয়েছিল। কিন্তু আমরা কোনো কিছুর কাছে মাথানত করিনি। এভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলে সমাজে এক ধরনের ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

আসওয়াদ হাবীব জীম বলেন, আমরা বাবা-মায়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত সমস্যাসহ সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। বাবা-মায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলে এ ধরনের সমস্যা নিয়ে সহজেই আলোচনা করা যায়। সমস্যার সমাধানও সহজেই করা যায়। তাছাড়া বাবা-মা'র কাছ থেকে পাওয়া সাহস ও অনুপ্রেরণাতেই আমরা প্রতিবাদী হতে পেরেছি।

বখাটেদের চেয়ে প্রতিবাদের শক্তি অনেক বেশি জানিয়ে এ দুই বোন বলেন, প্রতিবাদ করে আহত হওয়ার পর অভিভাবক, শিক্ষক, সহপাঠী, আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। সবাই তাদের খোঁজখবর নিয়েছেন ও নিচ্ছেন। সারা দেশেই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। বখাটেরা যেন কোনোভাবেই ছাড় না পায় সে বিষয়ে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজ করছে। কোনো শিক্ষার্থীকে উত্ত্যক্ত তো দূরের কথা বখাটেরা কলেজের আশপাশেই ঘেঁষতে পারছে না। এটা সম্ভব হয়েছে প্রতিবাদ করার কারণেই।

বখাটেদের রুখে দেয়ার মানসিকতার প্রয়োজন জানিয়ে জীম ও মীম বলেন, রাস্তায় শ্লীলতাহানির শিকার হয়েও মেয়েরা সমাজের ভয়ে চুপ থাকে। সমাজে এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছে প্রতিবাদ করলে যারা মেয়েদেরই দোষ দেয়। এ ধরনের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। সবাইকে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি বখাটেদের বিরুদ্ধে কীভাবে রুখে দাঁড়ানো যায় তার পথ খুঁজে বের করতে হবে।

আহত দুই ছাত্রীর বাবা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির (নায়েম) প্রশিক্ষক আহসান হাবীব যুগান্তরকে বলেন, বখাটেরা রাস্তায় শ্লীলতাহানি করলে বা উত্ত্যক্ত করলে মেয়েরা তা অভিভাবক বা শিক্ষকদের বলে না। এ কারণে অভিভাবক ও শিক্ষকদের উচিত মেয়েদের সঙ্গে এমন সম্পর্ক গড়ে তোলা— সব বিষয় নিয়েই যেন সহজেই আলোচনা করতে পারে। যারা বখাটেপনা করে তারাও তো কারও না কারও সন্তান। তাই সন্তানদের খোঁজখবর নেয়াও অভিভাবকদের দায়িত্ব। যার যার অবস্থান থেকে সবাই সচেতন হলে এ ধরনের ঘটনা আর ঘটবে না।

আমার দুই মেয়ে যে সাহস দেখিয়ে প্রতিবাদ করেছে এতে বাবা হিসেবে আমি গর্বিত। তবে এভাবে প্রতিবাদ করা ঠিক নয়। এ ধরনের প্রতিবাদে জীবনের ঝুঁকি থাকে। এ কারণে এসব বিষয় অবশ্যই অভিভাবক এবং শিক্ষকদের জানাতে হবে। তারা প্রয়োজনে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেবেন। সবচেয়ে বড় কথা সামাজিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হলে মেয়েরা রাস্তায় নিরাপদ থাকবে। সমাজের প্রতিটি স্তরে সচেতনতাবোধ জাগ্রত হলে এ ধরনের সমস্যা থাকবে না।

মীম ও জীমের মা ফাতেমা ইয়াসমীন বলেন, আমার দুই মেয়ের ওপর বখাটেরা যখন হামলা চালায় আশপাশে অনেক মানুষ ছিল। তারা কেউ তাদের বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি। কেউ যদি এগিয়ে না আসে তবে কোনো মেয়ে প্রতিবাদ করার সাহস পাবে না। তাই এ ধরনের সমস্যা সমাধানে সবাইকেই এগিয়ে আসতে হবে।